নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক-আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ: নিহত ১, গুলিবিদ্ধ ৬

সংগৃহীত ছবি

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে এভারগ্রিন কারখানা বন্ধকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের বিক্ষোভে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাবিবুর রহমান নামে এক শ্রমিক নিহত হন, আহত হন আরও ছয়জন। বর্তমানে এলাকায় সেনা, পুলিশ ও বিজিবি মোতায়েন রয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

নীলফামারীর উত্তরা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে (ইপিজেড) শ্রমিকদের আন্দোলন রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিল। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে ইপিজেডের সামনে শ্রমিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান শ্রমিক হাবিবুর রহমান হাবিব। এ ঘটনায় আরও ছয়জন আহত হয়ে নীলফামারী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি আমিনুল ইসলাম জানান, নিহত হাবিবুর রহমান সদর উপজেলার সংরশি ইউনিয়নের কাজিরহাট গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, এভারগ্রিন নামের পরচুলা তৈরির কারখানার শ্রমিকরা নানা দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু দাবি পূরণের আগেই সোমবার রাতে হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। এতে উত্তেজনা বেড়ে গেলে মঙ্গলবার সকাল থেকে শ্রমিকরা বিক্ষোভে নামে।

এসময় শ্রমিকরা ইপিজেডে প্রবেশের চেষ্টা করলে সেনা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। শ্রমিকরা সেনাবাহিনীর গাড়িতে হামলা চালালে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেনাবাহিনী গুলি চালালে হাবিবসহ ছয়জন গুলিবিদ্ধ হন।

হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ফারহান তানভীর উল ইসলাম জানান, সকাল ৯টার দিকে ছয়জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন। এর মধ্যে হাবিবকে মৃত অবস্থায় আনা হয়, বাকি পাঁচজন চিকিৎসাধীন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা ও পুলিশের পাশাপাশি বিজিবিও মোতায়েন করা হয়েছে। ৫৬ বিজিবির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম বদরুদ্দোজা জানান, বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।